চামেলি - সাগরের জীবনে
পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০

প্রকাশক
আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৩
দ্বিতীয় প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৩

গ্রন্থনা
জিনাত আরা হক

সহযোগিতা
এড. ফরিদা ইয়াসমীন
এম বি আখতার

ছবি অংকন ও ডিজাইন
হাসান মোর্শেদ
ইউসুফ আলী খান হীরা

দ্বিতীয় সংস্করণের
চিত্র সম্পাদনা ও মুদ্রণ
অর্ক

মূল্য
পঁচিশ টাকা

আমাদের কথা ঃ

"পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০"- দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের মানুষ পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে এই নতুন আইনটি পেয়েছে। আইন ঘোষণার মধ্য দিয়ে পারিবারিক নির্যাতনকে শুধুমাত্র সামাজিক অপরাধ নয় আইনগত অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

পারিবারিক সম্পর্কে নারীরা নির্যাতিত হয়- আমাদের সমাজে এই বাস্তবতাকে দৃশ্যমান করাই ছিলো দুরূহ। অথচ পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশে শতকরা ৬০ জন নারী স্বামী বা স্বামীর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। মানসিকসহ অন্যান্য নির্যাতন বিবেচনায় এই পরিসংখ্যান আরো বেড়ে যাবে নিঃসন্দেহে। অথচ পারিবারিক নির্যাতন কী, বা ব্যক্তির কোন আচরণগুলো পারিবারিক নির্যাতন হিসেবে গণ্য হবে সে সম্পর্কে জনসাধারণের বড় অংশেই অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। সবচেয়ে ভাবনার বিষয় হলো নির্যাতন সমর্থিত আচরণগুলোকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক হিসেবে আড়াল করার প্রবণতা সামগ্রিক সমাজে বিরাজ করছে। ফলে নির্যাতনকারী মনে করে নির্যাতন করা তার দায়িত্ব আর নির্যাতনের শিকার নারী মনে করে এ তার নিয়তি। পরিবারের মধ্যে নির্যাতনকারীকে চ্যালেঞ্জ করা পরিবারের অন্য সদস্য বা পরিবারের বাইরের কারো পক্ষে যেমন কঠিন তেমনি একই ব্যক্তি দ্বারা বারবার নির্যাতিত হবার আশঙ্কা অনেক বেশি।

এই বাস্তবতায় পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনটি যেমন পারিবারিক নির্যাতনের সংজ্ঞাকে স্পষ্ট করেছে তেমনি পারিবারিক নির্যাতন যে একটি পারিবারিক বিষয় নয় সেই বক্তব্যকেও প্রমাণ করেছে।

এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পারিবারিক সম্পর্কের মাঝে বসবাসরত নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হলে আদালতের মাধ্যমে তারা সুরক্ষা পাবে। যা তাকে পুনরায় নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করবে। কেউ যদি সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘন করে তবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

এই আইনে পরিবার প্রতিষ্ঠানটিকে নির্যাতনমুক্ত করার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। যেখানে একটি সুস্থ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে পরিবারের নারী ও শিশু সদস্যরা সুরক্ষিত থাকতে পারে।

"চামেলি-সাগরের জীবনে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০" প্রকাশনাটি উল্লেখিত আইনটিকে সহজভাবে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো। আশা করছি প্রকাশনাটি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ সম্পর্কে চেঞ্জমেকারসহ জনসাধারণের কাছে একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি করবে। যা পারিবারিক সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত আচরণগুলি সংশোধনে সহায়তা করবে একইসাথে আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সকলকে তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেষ্ট করবে।

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

৬/৪-এ (তৃতীয় তলা), স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

চামেলি
সাগরের
সংসারে
দুটি সন্তান।
আর
এলাকায়
আছে তাদের
বন্ধু-বান্ধব,
পাড়া-
প্রতিবেশী
ও আত্মীয়-
স্বজন।

বিথি: চামেলিবুবু কি হয়েছে? আবার সাগরভাই মেরেছে? প্রতিদিন মার খেয়েও সংসার করো কেন?

চামেলি: কোথায় যাবো? আমার ভাগ্যই খারাপ তাই স্বামীর মারধোর খেতে হয়, মা-বাবা নাই, ভাইয়ের সংসারে যেতে ইচ্ছে করে না।

বিথি: চামেলিবুবু তুমি আর মুখ বন্ধ করে থেকো না। প্রতিবাদ কর। বিচার চাও। সাগর ভাই তোমার সাথে যা করছে তা অন্যায়, আইনের চোখে অপরাধ।

বাসন্তি: তুমি যে কি বল বিথি, আদালতে গেলে সাগর চামেলিকে ঘরে রাখবে?
চামেলির পক্ষে কেউ কথা বলবে?

বিথি: শোন একটা ভাল খবর আছে। ২০১০ সালে পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে নতুন একটা আইন হয়েছে তার নাম পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন। এই আইনে অভিযোগ করলে সাগর ভাই সংসার থেকে তোমাকে বের করতে পারবে না।

বিথি: বরং তুমি বাড়ীর যেখানে থাকো বা যে অংশে থাকো সেখানে সাগর ভাই যেতে পারবে না। আদালত এমনভাবে আদেশ দেবে যে তুমি তোমাদের ঘরেই থাকবে আবার সাগর ভাই নির্যাতনও করতে পারবে না। এই আইন পরিবারের শান্তির জন্য। নির্যাতনের শিকার নারীকে রক্ষা করবে এই আইন।

চামেলি: এটা কিভাবে সম্ভব? যদি ঘরের মধ্যে আবার নির্যাতন হয় তাহলে আদালত কিভাবে খেয়াল করবে?

সজীব: যদি চামেলিবু তুমি মনে করো বাড়ীতে তুমি নিরাপদ না তবে আদালতে আবেদন করলে তারা তোমার নিরাপদ আশ্রয় স্থানের জন্য আদেশ করবে।

তোমাকে আলাদা বাসাভাড়া দেয়ার জন্যও আদালত সাগরকে আদেশ দিতে পারে।

চামেলি: তোমরা কি মনে করো আমি আদালতে নালিশ করতে গেলে সাগর আমাকে ঘরে ঢুকতে দিবে?

বিথি: হ্যাঁ, তোমার ঘরে ঢোকার অনুমতিও আদালত দিতে পারে বিশেষ করে তোমার জরুরি কাগজপত্র যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, পেশাগত দলিল ও সনদপত্র, ব্যাংকের কাগজ, দলিল, পাসপোর্ট, গয়নাসহ তোমার জিনিসপত্র তুমি আদালতে নালিশ করার পরও সংগ্রহ করতে পারো।

বিথি: যার বিরুদ্ধে অভিযোগ মানে সাগর ভাইকেও আদালত কিছুদিনের জন্য অন্য জায়গায় যেতে বলতে পারে। এটাকে বলে সাময়িকভাবে উচ্ছেদ।

যদি তোমার নিজের গাড়ি বা কোনো যানবাহন থাকে তাহলে তুমি যেনো তা ব্যবহার করতে পারো তার আদেশও আদালত দিতে পারে।

চামেলি: নির্যাতন কি শুধু শারীরিক, কথা দিয়েও তো নির্যাতন করা যায়।

সজীব: চার ধরণের নির্যাতনকে পারিবারিক নির্যাতন বলে। শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও যৌন নির্যাতন।

আমরাই পারি ক্যাম্পেইন থেকে আমরা তা জেনেছি।

চামেলি: নালিশ করব কোথায়, আদালতে বা কোর্টে কার কাছে যাবো, আর আমার জন্য কি আদালতে সবসময় কেউ থাকবে?

বিথি: তোমার বাড়ীর কাছেই সরকারের মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিস আছে, সেখানে তুমি প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে পাবে অভিযোগ জানানোর জন্য। যিনি তোমার কথা শুনবে, তুমি যদি চাও তবে তোমাকে সাথে নিয়ে কোর্টেও যাবে।

সজীব: তোমার কাছের থানায় যেতে পারো। থানায়তো সব সময় লোক থাকে। তারাও তোমাকে সাহায্য করবে।

সজীব: অনেক বেসরকারি সংস্থা, আমরা যাদের এনজিও বলি তারাও অভিযোগ গ্রহণ করে।

সব এনজিও কিন্তু অভিযোগ নেয়না, তবে প্রত্যেক এলাকায় অভিযোগ গ্রহণ করে এমন সংস্থা আছে, বিশেষ করে যে সব সংস্থা নারী ও শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করে।

চামেলি: মাঝে মাঝে আমার উপর এমন নির্যাতন চলে যে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে হাসপাতালে কে নিয়ে যাবে?

বিথি: অভিযোগ নিয়ে গেলে প্রয়োগকারী কর্মকর্তা চিকিৎসার জন্য তোমাকে সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে পাঠাবে।

চামেলি: আমার এক বোন থাকে অন্য জেলায়, আমি সেখানে গিয়ে অভিযোগ করলে হবে না?

বিথি: শোন চামেলিবুবু, অভিযোগ করতে হবে চারটি জায়গার যে কোন একটি থেকে যেমন: যে জায়গায় তোমার স্থায়ী ঠিকানা, যেখানে সাগর ভাই থাকে বা তার স্থায়ী ঠিকানা, যেখানে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। তুমি যদি এখন থেকে তোমার বোনের কাছে থাকতে চাও তবে সেখানে থেকেও তুমি অভিযোগ করতে পারবে।

চামেলি: কিন্তু তোমরা তো জানো আমি নতুন চাকরি পেয়েছি, চাকরির জায়গায় সাগর যদি কোনো হামলা করে বা হুমকি দেয়?

সজীব: এজন্যই এই আইনে সুরক্ষা আদেশ আছে। যে নারী বা শিশু অভিযোগ করবে তার কাজের জায়গা, প্রতিষ্ঠান এমনকি তার ফোন, মোবাইল বা ই-মেইলেও প্রতিপক্ষ হুমকি দিতে পারবে না।

বিথি: এমনকি চামেলিবুবুকে যে সহযোগিতা করছে বা বুবুর উপর নির্ভরশীল কাউকেও হুমকি দিতে পারবে না।

বিথি: ভালো বিষয় কি জানো, অভিযোগ চলাকালীন সন্তানের ভরণপোষণসহ চামেলিবুবু তোমার সংসার খরচ সাগর ভাইকে দিতে হবে। তার মানে হচ্ছে তুমি ঘরে থেকে, ভরণপোষণ নিয়ে আইনের মাধ্যমে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারবে।

বাসন্তি: আইন আদালত মানে বোঝো, সারা জীবনেও এর সুরাহা হয় না।

বিথি: এই আইনটি একটু ভিন্ন, এই আইনে আবেদন করার ৭ দিনের মধ্যে আদালত অভিযোগকারীর আবেদন শোনার জন্য তারিখ দেবে।

যদি প্রমাণিত হয় যে অভিযোগ সত্য তবে আদালত একতরফাভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা আদেশ দেবে এবং কেন স্থায়ী সুরক্ষা আদেশ প্রদান করবেনা ৭ দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেবে প্রতিপক্ষকে বা নির্যাতনকারীকে।

সজীব: ক্ষতিপূরণের বিষয়তো বলাই হলো না।

পারিবারিক নির্যাতনের ফলে যদি কারও শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি হয় বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে এই আইনের মাধ্যমে আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করা যাবে।

আদালত ৬ মাসের মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ, ধরণ, চিকিৎসাসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারে।

বাসন্তি: সাগর যদি ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি না হয় তাহলে কিভাবে আদায় করবে?

বিথি: আদালত ক্ষতিপূরণের আদেশ দুই পক্ষকে দেবে এবং থানায় পাঠাবে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে যদি চাকরি করে তবে আদেশের একটি কপি তার কর্মস্থলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে। আদালত কর্মস্থল থেকেই ক্ষতিপূরণের অংশ প্রদান করার আদেশ দিতে পারে।

চামেলি: আমার ছেলে-মেয়েদের যদি আমার কাছে না আসতে দেয়?

সজীব: এই আইনে আদালত আবেদনকারীর সন্তানকে তার কাছে বা তার পক্ষের কারো কাছে অস্থায়ীভাবে রাখার আদেশ দিতে পারে। যাকে বলা হয় সাময়িক নিরাপদ হেফাজত।

বাসন্তি: তোমরা তো বললে যে আবেদন করার ৭ দিনের মধ্যে আদালত সুরক্ষা আদেশ দেবে, কিন্তু মীমাংসা হতে কতদিন সময় লাগবে?

সজীব: এই আইনে ক্ষতিপূরণ আদেশ ছাড়া প্রতিটি আবেদন, নোটিশ জারির তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে আদালত নিষ্পত্তি করবে। যদি এই সময়ের মধ্যে না হয় তবে আরও ১৫ দিন, তাও যদি না হয় তবে আরও ৭দিন সময় নিতে পারবে।

তবে ক্ষতিপূরণের মামলা নিষ্পত্তি করতে সময় লাগবে ৬ মাস।

চামেলি: বিথি আমাদের দেশেতো অনেক কোর্ট যেমন ধরো, জজ কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, সেশন কোর্ট আছে। এই আইনের জন্য কোন কোর্টে যাবো?

বিথি: এই আবেদনের নিষ্পত্তি করবে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আর প্রয়োজন হলে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট।

বাসন্তি: তোমরা তো সাগরকে চেনো না, সে আদালতে হাজিরাই দেবেনা।

সজীব: যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে হাজিরা না দিলে আদালত তার অনুপস্থিতিতে একতরফাভাবে আবেদন নিষ্পত্তি করতে পারে।

আদালত থেকে তার উপস্থিতির জন্য নোটিশ জারী করা হলেও সে যদি আদালতে না আসে বা প্রথমবার এসে দ্বিতীয়বার না আসে তবে তার বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী করতে পারে।

চামেলি: অনেক কিছুই তো বুঝলাম, কিন্তু যদি আমার স্বামী আদালতের আদেশ না মানে তাহলে কী হবে?

বিথি: সুরক্ষা আদেশ বা আদেশের কোন শর্ত লঙ্ঘন করলে তা অপরাধ হিসেবে ধরা হবে এবং তার জন্য অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

সজীব: এই আইনে অন্য রকম সাজার বিধানও আছে। যেমন আদালত যদি ভাল বা উপযুক্ত মনে করে তবে জেল জরিমানা না দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিভিন্ন রকম সমাজকল্যাণমূলক কাজে সেবা প্রদানের আদেশ দিতে পারে।

বিথি: তুমি যদি চাও তবে আদালত সবার সামনে বিচার না করে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বা বিচারকের রুমে আলাদা করে তোমাদের বিচার কাজ চালাতে পারে।

বাসন্তি: মিথ্যা আবেদনও তো হতে পারে।

বিথি: মিথ্যা আবেদন করলে অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে।

চামেলি: ধন্যবাদ তোমাদেরকে এতো সহজে আমাকে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনটি বোঝানোর জন্য। আমি মনে সাহস পেলাম যে, আমি একা না, তোমাদের মতো চেঞ্জমেকার যেমন আমার পাশে আছে, দেশের আইনও আছে আমার মতো নির্যাতনের শিকার নারীদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য।

বিথি: তবে আইনের বাইরে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, নারী হিসেবে নির্যাতনমুক্ত জীবন যাপন করার অধিকার আমার মানবাধিকার এবং আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে নারী হিসেবে আমি কি নির্যাতন সহ্য করে জীবন যাপন করবো নাকি নির্যাতনমুক্ত জীবন যাপন করবো।

পারিবারিক নির্যাতন কি এবং আমরা কিভাবে নির্যাতনমুক্ত পরিবার গড়তে পারি সে সম্পর্কিত আমাদের অন্যান্য প্রকাশনাগুলো

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট
বাড়ি- ৬/৪-এ (তৃতীয় তলা), স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
যোগাযোগ- +৮৮(০২)৯১৩০২৬৫
ই-মেইল- info@wecan-bd.org, wecan_secretariatbd@yahoo.com
ওয়েবসাইট- www.wecan-bd.org
/wecanbangladesh

সহযোগিতায়:
অক্সফ্যাম বাংলাদেশ
বাড়ি- ৪, রোড- ৩, ব্লক- আই
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
/OxfamBangladesh
/OxfaminBD